## ৬.৯

## ভারতীয় নারীর ক্ষমতায়ন

## Women Empowerment in India

আজকের দিনে সমাজবিজ্ঞানের একটি বহু আলোচিত বিষয় হল নারীর ক্ষমতায়ন। কিন্তু নারীদের ক্ষমতায়ন বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কি শুধু আর্থিক স্বনির্ভরশীলতাকে বোঝায়? নাকি, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পুরুষ ও নারীর সম অবস্থানকে বোঝায়? নারীর ক্ষমতায়ন বিচারের সঠিক মাপকাঠিগুলি কী?— এইসব নানান প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এখন দেখা যাক, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কে কী বোঝেন?

**সংজ্ঞা ঃ** অর্থনীতিবিদ **গীতা সেন ও শ্রীলতা বাতলিওয়ালার** মতে, ক্ষমতায়ন হল এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্ষমতাহীন ব্যক্তিরা তাদের জীবনধারণের পরিস্থিতির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে পারে। ("Empowerment is the process by which the powerless gain greater control over the circumstances of their lives.")। এ ছাড়াও তাঁদের মতে, ক্ষমতায়ন বলতে নিজের ওপর বাড়তি আস্থা, নিজের চেতনার সমৃদ্ধি ইত্যাদিকেও বোঝায়, কারণ এগুলি একটি মানুষকে বাহ্যিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে সমর্থ করে তোলে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ আবার ক্ষমতায়নকে তিনটি ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত করেছেন, যথা— (i) 'Power to', (ii) 'Power with' এবং (iii) 'Power within'। প্রথমটির অর্থ নিজের চেষ্টায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা, নিজের শ্রমশক্তির সার্থক প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। দ্বিতীয়টি হল নারীদের 'যৌথ ক্ষমতা' প্রয়োগের দিকটি। আর তৃতীয়টির মধ্যে নিহিত রয়েছে লিঙ্গভিত্তিক আত্মমর্যাদা বিকাশের প্রসঙ্গটি।

আবার নারীবাদী লেখিকা **শাশ্বতী ঘোষের** মতে, মেয়েরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেবেন এটাই ক্ষমতায়ন। শ্রীমতী ঘোষ 'ক্ষমতায়ন' শব্দটির পরিবর্তে 'সশক্তিকরণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, 'সশক্তিকরণ' একটা অভ্যন্তরীণ বিষয়, ক্ষমতায়ন যার অনুগামী। অর্থাৎ, 'সশক্তিকরণ' হলে ক্ষমতায়ন আপনা থেকেই আসবে এবং সেভাবেই তার আসাটা কাম্য, বাইরে থেকে চাপিয়ে দিয়ে নয়। তিনি আরও বলেছেন, ''সশক্তিকরণ তাকেই বলব, যেখানে কোনো সরকার বা কোনো সংস্থা মেয়েদের হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না। তারা এমন সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যাতে মেয়েরা নিজেদের জীবন নিয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

***ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের বর্তমান অবস্থা*** (The state of Women's Empowerment in India)

একজন নারীবাদী লেখক **ভব রায়**-এর মতে, নারীর ক্ষমতায়ন মূলত তিনটি দিক থেকে সংঘটিত হতে পারে— (১) অর্থনৈতিক, (২) সামাজিক ও (৩) রাজনৈতিক।

(১) **আর্থিক ক্ষমতায়ন ঃ** নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মুখ্য প্রয়োজন হল আর্থিক স্বয়ম্ভরতা। দারিদ্র্যমোচন না হলে ক্ষমতায়নের প্রশ্নই অবান্তর হয়ে যায়। শ্রী রায়-এর মতে, আদর্শ অর্থনৈতিক মডেলের সফল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নারী যে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে ভারত-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ এশিয়ায় তার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও ভারতে 'স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী' (self-help group)

প্রকল্প এ বিষয়টি হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের মোট সদস্যের ৯৫ শতাংশই মহিলা, তেমনি ভারতেরও স্বয়ম্ভর ব্যাংক লিংকেজ প্রকল্পের সিংহভাগ সদস্যই হলেন মহিলা। ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে বিভিন্ন মডেলের ক্ষুদ্র ঋণ (micro-finance) মহিলাদের জীবনে এনে দিয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক বিপ্লব। পরিসংখ্যান মতে, ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও স্বয়ম্ভর ব্যাংক সংযুক্ত প্রকল্প প্রায় ১২ কোটি দরিদ্র পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করেছে।

(২) **সামাজিক ক্ষমতায়ন** ঃ ভব রায়-এর মতে, আর্থিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি ভীষণভাবে সম্পর্কিত সত্য, কিন্তু আর্থিক ক্ষমতায়ন মানেই সামগ্রিক ক্ষমতায়ন নয়। সামাজিক ক্ষমতায়নের কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিমাপক (indicator) রয়েছে, যেমন পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা, বিভিন্ন উপলক্ষে ঘরের বাইরে যাওয়া আসার ব্যাপারে নারীর স্বাধীনতা, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে নারীর মতামত, শিক্ষা, গণমাধ্যম, কর্মসংস্থান, সামাজিক মেলামেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদি। এইসব পরিমাপক নারীর ক্ষমতায়নের মাত্রাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম এধরনের দাবি সবক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ, বহির্গমনের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা যদি তার ক্ষমতায়নের মাপকাঠি হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাজধানী দিল্লির নারীদের চেয়ে পাঞ্জাবের নারীরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই; আবার, তুলনামূলক কম নারী-সাক্ষর রাজ্য তামিলনাড়ুর নারীরা এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে পার্শ্ববর্তী প্রায় পূর্ণসাক্ষর কেরলের নারীদের চেয়ে।

সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে ভারতীয় নারীদের সামনে একটা বড়ো প্রতিবন্ধকতা হল পরম্পরাগত ঐতিহ্যের বিষয়টি। ভারতে কী শিক্ষিত কী অশিক্ষিত, কী স্বনির্ভর কী পরনির্ভর—বেশির ভাগ নারীই ঐতিহ্যকে মান্যতা দিয়ে চলতে ভালোবাসে। প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ **কাঞ্চন মাথুর** বলেছেন, ভারতীয় নারীরা পারিবারিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে নিম্নতর অবস্থানকে খুব স্বাভাবিক বলে মেনে নেন। এমনকি তাঁরা যখন চূড়ান্ত বৈষম্য ও দৈহিক নির্যাতনের শিকার হন, তখনও তাঁরা এর প্রতিবাদ না করে, এটাকে তাঁদের ভাগ্য বলে মেনে নেন [ Throughout her life cycle she (Indian woman) is socialised into accepting her 'lower' status. Even if she is subjected to extreme discrimination or physical violence, she accepts it as her fate— EPW, April-May, 2008 ]।

(৩) **রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন** ঃ ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চায়েত এবং পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাষ্ট্রীয় বদান্যতায় মহিলারা আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে। এইসব তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং করছেন সন্দেহ নেই। রাজ্য বা জাতীয় স্তরের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের প্রশ্নটি বারবার উঠেছে, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির আন্তরিকতার অভাবে বিষয়টি আজও ধামাচাপা পড়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আমাদের অনেকেরই ধারণা, উন্নয়নী-রাজনীতির বিন্যাসে চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের তুলনায় নারীদের হাতে দায়িত্ব এলে গোটা প্রক্রিয়াটি আরও স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত হবে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন দুর্নীতির ক্ষেত্রটিতে তেমন একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এসম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ **ইভলিন হাস্ট** (Evelin Hust) বলেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বন্ধ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলা প্রতিনিধিরা বেশি সক্ষম হবে, এরূপ ধারণা বাস্তবোচিত নয়। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে যে পরিমাণ বস্তুগত এবং অবস্থাগত উপাদানের (resources, material as well as immaterial) দরকার, সে পরিমাণ উপাদান নারীদের থাকে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক আছে এবং বিভিন্ন গবেষক একে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষমতায়ন বলতে কেউ বুঝিয়েছেন স্বাতন্ত্র্য, কেউ সক্রিয়তা, কেউ অবস্থানগত (স্টেটাস) পরিবর্তন, কেউ জোর দিয়েছেন মেয়েদের সম্পত্তির অধিকারে, কেউ আবার পরিবারের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায়, কেউ পরিবারের মধ্যে দরকষাকষির ক্ষমতায়। এ ছাড়া এক এক সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে

ধারণাটি এক এক রূপ পেয়েছে। প্রথম দিকের গবেষকদের ধারণা ছিল, পরিবারের মধ্যে নারী-পুরুষের ভূমিকায় যে বৈষম্য থাকে সেটি বাকি সব বৈষম্যের জন্য দায়ী। সেজন্য ওইসময় লিঙ্গ-সাম্য (জেন্ডার ইকুয়ালিটি) বিষয়টির ওপর খুব জোর দেওয়া হত। মনে করা হত, আইনের চোখে সমতা, সুযোগের সমতা, মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সমতা থাকলেই নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা অ-সমতারই নামান্তর। যেমন, নারী মা হন—তাঁর গর্ভাবস্থায় যদি সমতার নামে পুরুষের মতোই দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, তা আসলে অসাম্যকেই ডেকে আনবে। তাই শাশ্বতী ঘোষের মতে, নারীদের ক্ষমতায়ন তাকেই বলা হবে, যেখানে কোনো সরকার বা কোনো সংস্থা মেয়েদের হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না। তারা এমন সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যাতে মেয়েরা নিজেদের জীবন নিয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

মেয়েদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমতা অবশ্যই দরকার। তবে তার সঙ্গে আরও নানা উপকরণ প্রয়োজন যেমন— শিক্ষা, স্বনির্ভরতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, আইনি সংস্কার, আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির সমষ্টিই ক্ষমতায়ন ঘটায় না। মেয়েরা যখন একক বা যৌথভাবে এই উপাদানগুলিকে চিনবেন এবং স্বীকৃতি দেবেন, ব্যবহার করবেন নিজেদের স্বার্থে, প্রকৃত ক্ষমতায়ন শুধু তখনই ঘটবে।

আশার কথা হল, বর্তমানে ভারতে 'নারীর ক্ষমতায়ন' বিষয়টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে সর্বস্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এটাও সত্যি যে, ভারতে নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ন পর্ব এখনও তার শৈশব অবস্থায় রয়েছে। আশা রাখব অচিরেই এই অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং ভারতীয় নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে।